সারমর্ম ৫১ থেকে ১১৮ পর্যন্ত

৫১

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানানভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র। *[সি. বো. '০৩]*

সারমর্ম: বৈচিত্র্যময় বিশ্ব মূলত এক বিরাট পাঠশালা। এর নানা কাজের মাঝে রয়েছে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জনের সুযোগ। সকলের উচিত তা অর্জন করে নিজেকে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করা।

৫২

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী চলিতেছে যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর,
'যেতে আমি দেব না তোমায়।' ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব; যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে, 'যেতে নাহি দিব।' তৃণ ক্ষুদ্র অতি,
তাঁরেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, 'যেতে নাহি দিব।'
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব,–
আধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার, 'যেতে দিব না রে।'
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

সারমর্ম: পৃথিবীর গভীর বন্ধন ছিন্ন করে, প্রাণপ্রিয় স্বজনদের ছেড়ে এক মুহূর্তও কেউ দূরে থাকতে চায় না। সকলেরই শাশ্বত আকুলতা যেতে না দেব। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একে একে সবাইকে চিরতরে চলে যেতে হয়– এটাই নির্মম বাস্তবতা।

৫৩

দন্ডিতের সাথে
দন্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার! যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায় তারে দন্ডদান
প্রবলের অত্যাচার! যে দন্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না।
যে তোমার পুত্র নহে তারও পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে।

সারমর্ম: বিচারক অপরাধীকে শাস্তি দেবেন এটিই আইনত কাম্য। কিন্তু বিচারকার্যের সময় অপরাধীকে আপন ভেবে আন্তরিকতার সাথে প্রকৃত বিচার করতে হবে। তবেই তিনি হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

৫৪

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল মানব-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে, ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে মুখের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে।
সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটব মোরা ফুটব গো,
প্রভাত-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো।
নিত্য নবীন গৌরবে, ছড়িয়ে দিব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল বাঁধন টুটব গো। *[চ. বো. '১৭]*

সারমর্ম: কিশোরেরা প্রাণ প্রাচুর্যে মুখরিত। তারা নতুন জীবনের অধিকারী; গতিময় চঞ্চল তাদের মন। সকল বাধাবিপত্তির অবসান ঘটিয়ে তারা জীবনের বিকাশ ঘটাবে এবং বিচিত্র অভিযাত্রায় জীবনের জয়গান গাইবে।

৫৫

কল্যাণীর ধারাবাহী যে, মাধুরী বাংলা ভাষায়
গড়েছে আত্মীয় পল্লি, যমুনা পদ্মার তীরে তীরে
রূপোলি জলের ধারে, আম-জাম-নারকেল ঘেরা।
আমন ধানের ক্ষেতে শ্রুতিময় তারি অন্তর্লীন
বাণী শোনো প্রাত্যহিক– বহুমিশ্র প্রাণের সংসারে
সেই বাংলাদেশে ছিল সহস্রের একটি কাহিনি
কোরানে পুরাণে শিল্পে, পালা পার্বণের ঢাকে ঢোলে
আউল বাউল নাচে; পুণ্যাহের সানাই রঞ্জিত
রোদ্দুরে আকাশতলে দেখ কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে খড়ে ছাওয়া ঘরের আঙনে
মাঠে ঘাটে শ্রমসজ্জী নানাজাতি ধর্মের বসতি
চিরদিন বাংলাদেশ– *[বাংলাদেশ]*

সারমর্ম: আবহমান বাংলা ভাষার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বাংলাদেশের নানা সম্প্রদায়ের মানুষকে অভিন্ন আত্মিক বন্ধনে বেঁধেছে। প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের সাথে আছে ধর্ম-বর্ণের তথা কুরআন-পুরাণ-পালাপার্বণের সম্প্রীতি ও শুভবোধের নিবিড় বন্ধন। অজস্র বৈচিত্র্যের মাঝে নানা জাতি-ধর্মের ঐক্যের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে এ দেশ গড়ে উঠেছে।

৫৬

ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ি তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
গড়ে যুগ-যুগান্তর অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধরায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম: ক্ষুদ্রের সমষ্টি নিয়েই বৃহতের সৃষ্টি। ক্ষুদ্র বস্তু যতই তুচ্ছ হোক তা মোটেই তুচ্ছ নয়। তদ্রুপ অপরাধ সামান্য হলেও যদি বারবার ঘটে তখন এটি গুরুতর হয়ে ওঠে। আবার করুণার দান ও স্নেহপূর্ণ কথা সামান্য হলেও তা স্বর্গায় সুখের আকার হয়ে ওঠে। তাই কোনো ক্ষুদ্র স্নেহপূণ বাণীই অবহেলার বস্তু নয়।

৫৭

কে তুমি খুঁজেছি জগদীশে ভাই, আকাশ-পাতাল জুড়ে
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গালে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মানিক বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমার পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজো আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে।
ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোল, দেখ দর্পণে নিজ কায়া'
দেখিবে তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি।

সারমর্ম: মানুষ নিজেকে না চিনেই বিশ্বজুড়ে স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ায়। অথচ স্রষ্টা বা বিধাতাকে চেনার সহজ পথ হলো নিজেকে চিনতে পারা। নিজেকে চিনতে পারলেই স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়।

৫৮

পুণ্যে-পাপে, দুঃখে-সুখে, পতনে-উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গাভূমি! তব গৃহ-ক্রোড়ে,
চিরশিশু করে আর রাখিও না ধরে।
দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান।
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে আপনার হাতে–
সংগ্রাম করিতে দাও ভালো-মন্দ সাথে। *[সি. বো. '০৮; য. বো. '১০]*

সারমর্ম: মাতৃক্রোড়ে স্নেহবন্দি না থেকে সমাজ ও ধর্মের নানা বিধিনিষেধের বেড়াজাল ছিন্ন করে জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে মানুষকে প্রতিকূল অবস্থায় সংগ্রামের মাধ্যমে টিকে থাকতে হয়। পাপ-পুণ্য, উত্থান-পতন এবং দুঃখ-কষ্টের ভয় বর্জন করে সুচিন্তা ও সৎকর্মের প্রসারিত চেতনায় জাতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

৫৯

খোদা বলিবেন, 'হে আদম সন্তান,
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধার অন্ন, তুমি কর নাই দান।'
মানুষ বলিবে, 'তুমি জগতের প্রভু,
আমরা তোমারে কেমনে খাওয়াব, সে কাজ কি হয় কভু?'
বলিবেন খোদা, 'ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে তুমি ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াইতে তারে।'

সারমর্ম: মানবসেবার চেয়ে বড়ো কোনো ধর্ম নেই। প্রকৃতপক্ষে এ মানবসেবার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন করা হয়। দীন দুঃখীকে অনুকম্পা ও দয়া প্রদর্শন বিধাতার কাছে সৎকর্মরূপে গৃহীত হবে। দুঃখী ও অসহায় মানুষকে সাহায্য করার মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করা যায়।

৬০

সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্বাচল কোণে
না হয় উদয়,
তারকার পুঞ্জ যদি ঢেকে যায় প্রবল জলদে
হিংস্র ঊর্মি ফণা তুলি, বিভীষিকা মূর্তি ধরি যদি
গ্রাসি বারে আসে,
সে মৃত্যু লঙ্ঘিয়া যাব সিন্ধ পারে নবজীবনের নবীন আশ্বাসে। *[কু. বো. '১৯]*

সারমর্ম: জীবনে নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি, হতাশা, ব্যর্থতা, ভয়-ভীতি এবং দুঃখের অমানিশা ঘনিয়ে আসলেও ভেঙে পড়া উচিত নয়। বরং নবজীবনের ডাকে সাড়া দিয়ে এসব উপেক্ষা করে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৬১

ক্রন্দিছে নিখিল বন্দী, হে নবীন, মুক্ত কর তারে
নিয়ে চল আলো অভিসারে।
পৃথিবীর অধিকার-বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল–
জীবনের বন্যাবেগে তাদের কর বিচঞ্চল। অসত্য অন্যায়
যত ডবে থাক, সত্যের প্রসাদ
পিয়ে লভ অমৃতের স্বাদ।
অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি হে নবীন, চল অনায়াসে
মৃতুঞ্জয়ী জীবন-উল্লাসে। *[কু. বো. '০৮]*

সারমর্ম: মৃত্যুর ভয়কে জয় করে নবীনদেরকে বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে বিপৎসংকুল পথে অগ্রসর হতে হবে। নিগৃহীত-নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের অধিকার রক্ষায় তাদেরকে সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হবে। এ পথই মানবতার, শাশ্বত কল্যাণের।

৬২

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসার
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণ-গুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে।
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ ধরে,
তন্ত্রমন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে। *[ঢা. বো. '১০]*

সারমর্ম: নিরন্তর চলমানতাই জীবনের ধর্ম। যে জাতি স্থবির ও নিশ্চল, অর্থহীন লোকাচার ও কুসংস্কার তাকে আঁকড়ে ধরে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে দেয় না।

৬৩

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম

সত্যবাক্য ঝলি ওঠে খরখড়্গ সম।
তোমার ইঙ্গিতে যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। *[সি. বো., ব. বো. '১৬]*

সারমর্ম: ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। কিন্তু তা যেন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। যেন অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়। কারণ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া আর অন্যায় করা দুই-ই সমান অপরাধের শামিল।

৬৪

জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে
সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে, ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলাহীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি, কোথায় বিলীন।
আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা
সরোবর, সুগভীর নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু, করো না গরব,
তোমার পূর্ণ সে সে আমারই গৌরব। *[চ. বো. '০৮]*

সারমর্ম: কৃতজ্ঞতা যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয়। অধুনা মানবসমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা আপন স্বার্থ চরিতার্থের পর উপকারীকে পরিহাস করতেও দ্বিধাবোধ করে না। স্বার্থহীন দানের গৌরব অম্লান থাকে। তাই উপকারীরাই সমাজে প্রকৃত মর্যাদা পেয়ে থাকে।

৬৫

ডলি বুঝি আপনার মেয়েদের কারও ডাকনাম।
তাইতো সামান্য কিছু চকোলেটই কিনে আনলাম।
এসে দেখি–
তাই নাকি?
চকোলেটও খায় নাকি ডলি?
হতে পারে, সে যাকগে, সত্যি কথা, সত্যি কথা বলি
ডলি নাম কুকুর ছানার
আজ তার জন্মোৎসব,
সত্যি এক ইউনিক ব্যাপার। *[ধন্যবাদ]*

সারমর্ম: দরিদ্র কেরানি বিত্তবান কর্তাব্যক্তির আমন্ত্রণে তার বাসভবনে গিয়েছিল কিছু চকোলেট নিয়ে। তার ধারণা ছিল হয়তো তার মেয়ের জন্মদিন। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে কর্তার কুকুরছানার জন্মদিন পালনের জন্য আয়োজন করা হয়েছে জমকালো অনুষ্ঠান ও বিপুল আপ্যায়নের।

৬৬

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের, শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গনিয়া গনিয়া ভুল করে গনি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,

গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়-আয় দাদু গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ। *[কবর]*

সারমর্ম: বৃদ্ধ দাদুর প্রিয়জনেরা একে একে চিরবিদায় নিয়েছে। আপনজনদের অগণিত মৃত্যুর হিসাব কষতে তার ভুল হয়। স্বজনহারা বৃদ্ধ প্রিয়জনদের কবরে শায়িত রেখে মাটির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে এবং নাতির সাথে গলাগলি করে কেঁদে সমবেদনা প্রকাশ করে।

৬৭

তাহাদেরও সেইরূপ তুমি মাতৃভূমি
তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ–
নিদ্রিত আছেন সুখে জীবলীলা-শেষে।
তাঁদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন
তোমারি দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে,
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার।
তোমার ধূলিতে কালে মিলাবে আবার।
তোমাতে আমার পিতা-পিতামহগণ
জন্মেছিল একদিন আমারি মতন।
তোমারি এ বায়ু-তাপে তাহাদের দেহ
পুষেছিলে, পুষিতেছ আমার যেমন।
জন্মভূমি, জননী আমায় যথা তুমি।

সারমর্ম: অনাদিকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ জন্ম নিয়ে মাতৃভূমির আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন নির্দিষ্ট জীবনকাল শেষে জন্মভূমির মাটিতে মিশে গেছে তেমনি আমরা একদিন মাতৃভূমির মাটিতে মিশে যাব। জন্মভূমির মাটিতে গড়া মানুষ জন্মভূমির কোলে শেষ আশ্রয় নেবে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

৬৮

তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই,
কৃপা করে রেখেছ, নাথ,
অনেক ব্যবধান–
দুঃখ-সুখের অনেক বেড়া
ধন-জন-মান।
আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা–
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা।
শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা
ঘুচায়ে দাও তার।

SINCE - 19.. NABARUN PUBLICATION

সারমর্ম: বিশ্ব-পালক প্রভু এ পৃথিবীতে সেইসব ভাগ্যবানদের প্রেমাকৃত বিতরণ করেন যাঁদের প্রভু সব লজ্জা-শরম ঘুচায়ে দেন। কবি প্রভুর কৃপা লাভ করতে পারছেন না কারণ তাঁর সঙ্গে মিলনের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে– সুখ-দুঃখ, ধন-জন-মান। তবে আশার কথা যে, প্রভু কবিকে আভাসে-ইঙ্গিতে তাঁর করুণা বিতরণ করেছেন।

৬৯

থাকো, স্বর্গ, হাস্যমুখে– কারো সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি– তাই তার চক্ষে বহে,
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন,
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গান
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়–
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক্ সুখে-দুখে অনন্ত-মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলো ॥

সারমর্ম: স্বর্গে হয়তো অনেক শান্তি রয়েছে– কিন্তু মানুষের জন্য পৃথিবীই শান্তির। কারণ এখানে রয়েছে প্রিয়জনেরা– যারা সুখে-দুঃখে পরস্পর পরস্পরের। তাই পৃথিবী মানুষের কাছে স্বর্গের চেয়ে প্রিয়।

৭০

দুঃখী বলে, 'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা;
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে, 'কোথা দুঃখ, অদৃস্ট কোথায়?
ধরণী নরের পদতলে।'
জ্ঞানী বলে, 'কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয়;
এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর।'
ভক্ত বলে, 'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর।'
ঋষি বলে, 'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান।'
কবি বলে, 'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, 'জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,
দয়াময়, হও হে সদয়।'

সারমর্ম: মানুষ তার নিজের অবস্থানে থেকে জগৎ ও জীবনকে বিচার করে থাকে। তাই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সবার ধারণা এক নয়। কারও কাছে জীবন দুঃখপূর্ণ, আবার কারও কাছে আনন্দময়। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনকে দেখা হয় বলেই জীবন দর্শনের মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায়।

৭১

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপের রহিতে জুড়ে।

সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হোতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্দি ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

সারমর্ম: পৃথিবীর সকল বস্তুতেই পরস্পর ভিন্নমুখী প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রভাব পাশাপাশি অবস্থান করে এবং ভিন্নমুখী প্রভাবে শক্তিগুলোর মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। আর এ দ্বন্দ্বমুখরতায় সৃষ্টি হয় গতি।

৭২

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান।
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

সারমর্ম: আত্মদানেই প্রকৃত সুখ। নদী যেমন নিজ জল পান না করে এটি অপরকে দান করে, সেরূপে বৃক্ষ, গাভি, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, বংশী ও জলধর পরের উপকারের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়; এমনকি জীবন পর্যন্ত দান করে। সাধু ব্যক্তিগণও এদের ন্যায় আপন স্বার্থ উপেক্ষা করে পরের উপকারের জন্য আত্মদান করে।

৭৩

নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস–
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

সারমর্ম: দেশের অপশক্তি সর্বদা তৎপর। তারা যে-কোনো সময় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটাতে পারে। তাদের নীতির বাণী শুনিয়ে লাভ নেই। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

৭৪

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,

‘সুখ-সুখ’ করি কেঁদো না আর;
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। *[য. বো. '০০; সি. বো. '০৬]*

সারমর্ম: পরের মঙ্গালের জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার মতো এমন সুখ আর নেই। মানুষ শুধু নিজের সুখ-সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য এ পৃথিবীতে আসেনি। তাই সার্থক জীবনের লক্ষ্যে সকলের মিলেমিশে বেঁচে থাকা উচিত।

৭৫

ফুটিয়াছে সরোবরে, কমল নিকর
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য শোভা মনোহর।
গুণ গুণ গুণ রবে কত মধুকরে,
কেমন পুলকে তারা মধুপান করে,
কিন্তু এরা হারাইবে একদিন যখন,
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন?
আশায় বঞ্চিত হলে আসিবে না আর,
আর না করিবে এই মধুর ঝঙ্কার;
সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ের বন্ধ সকলের তিনি। *[চ. বো. '১৯]*

সারমর্ম: সুদিনে এবং সুসময়ে বন্ধত্বের অভাব হয় না। প্রস্ফুটিত কমলকে যেমন মধুকর ঘিরে রাখে, সুদিনে তেমনি বন্ধরাও ঘিরে থাকে চারদিক। কিন্তু দুঃসময়ে কারও আর দেখা পাওয়া যায় না। কেবল স্রষ্টাই সকলের সুসময়ে ও দুঃসময়ের বন্ধ, যিনি কাউকে কখনোই পরিত্যাগ করেন না।

৭৬

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয়, দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতি,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে। *[কু. বো. '০৪]*

সারমর্ম: কষ্টার্জিত জিনিসে গৌরব আছে, সহজলভ্যতায় তা নেই। তাই কঠোর পরিশ্রম দ্বারা সবকিছু অর্জন করা উচিত। তাতে একদিকে যেমন প্রাপ্তির আনন্দ পাওয়া যায় অপরদিকে আমাদের গৌরবও বৃদ্ধি পায়।

৭৭

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,

সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।
সময়-সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব যে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে,
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

সারমর্ম: পৃথিবীতে অমর কীর্তি রেখে যাঁরা স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন, তাদের পথ অনুসরণ করাই কর্তব্য। সে পথেই আসবে সাফল্য ও সার্থকতা। সময়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্য স্থির করে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েই জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে।

৭৮

বাড়ছে দাম
অবিরাম
চালের ডালের তেলের নুনের
হাঁড়ির বাড়ির গাড়ির চুনের।
আলু মাজ্ঞা বালু মাজ্ঞা
কাপড় কিনতে লাগে দাঙ্গা,
উঠছে বাজার হু-হু করে সব কিছুর
অভাব শুধু নাই মানুষের–
চাই কত মন, চাই কত সের
আন্ডা চাও বাচ্চা চাও
জোয়ান বুড়ো– আসল ফাও
চাহিদা নাই মানুষগুলোর।
কেবলি তার পড়ছে বাজার।

সারমর্ম: দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য জিনিসের মূল্য প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। যে মানবজাতির কল্যাণ ও সুখসমৃদ্ধিময় ভবিষ্যতের জন্য পার্থিব মানুষের সব আয়োজন এবং পরিশ্রম, সে মানুষই সমাজে ক্রমে হয়ে উঠেছে মূল্যহীন।

৭৯

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ মানা এ প্রাণ,
বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্টি অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি, গৃহের প্রতি টান–
তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।
ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন।
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোতে আকাশঢালি,
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন–
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

সারমর্ম: বাঙালি জাতি বরাবরই শান্ত ও নির্ভেজাল জীবনে অভ্যস্ত। তাই অলস জীবনযাপনে সে বাঁধা পড়ে আছে। এই গৎবাঁধা জীবনের গণ্ডি থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। কর্মচঞ্চল বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেই বাঙালি ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে।

৮০

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান–
কণ্টক-মুকুট শোভা দিয়াছ তাপস,
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস-প্রাণ-
শীর্ণ কর "পুট ভরি সুন্দরের দান।
যতবার নিতে যাই– হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক।"

সারমর্ম: দারিদ্র্য যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু দুঃখের দহনেই মানুষ হয় নিকষিত খাঁটি। অতি দারিদ্র্য মানুষের কল্পনাকে শুকিয়ে ফেলে। সত্য প্রকাশের যে বলিষ্ঠ অসংকোচ ভাব দেখা যায় তা দারিদ্র্যের দুঃসহ দহনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তাই কবি দারিদ্র্যকে অভিশাপ মনে করছেন না।

৮১

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া,
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু। *[রা. বো. '০৭, '০৫, '০১; য. বো. '০২; ব. বো. '০৭; কু. বো. '১১, '০০]*

সারমর্ম: বেশিরভাগ সময় মানুষ প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে দূরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যায়। কিন্তু অতি নিকটে ধানের শিষের ওপর শিশিরবিন্দুর সৌন্দর্য তার দেখা হয় না। সুতরাং এই সৌন্দর্য উপেক্ষা করে দূরদেশে যাওয়া প্রকৃত অর্থে অনুচিত।

৮২

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে–
"মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথকুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;

মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।”

সারমর্ম: সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জগতে ভালো কাজ হয়। সমাজে যারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারলেই সামগ্রিকভাবে অধিকার আদায় করা যাবে– অন্যথায় নয়।

৮৩

স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালোবাসে,
সুখের আলো জ্বেলে বুকে, দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি, খোদার সুধাদান,
স্পর্শে তার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায়, পশুর হৃদয় তলে
বুক ফুলায়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।
দর্পভরে পদানত উচ্চ করে শির,
শক্তিহীনেও স্বাধীনতা আখ্যাদানে বীর।

সারমর্ম: স্বাধীনতা মানুষের পরম আরাধ্য বস্তু। এর স্পর্শ মানবহৃদয়ের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করে ভীরু হৃদয়কে সাহসী করে তোলে এবং শক্তিহীন শক্তি ফিরে পায়। তাই স্বাধীনতার আনন্দে মানুষ স্বর্গসুখ লাভ করে।

৮৪

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর কদম চল্ রে চল্।

সারমর্ম: নষ্ট অতীতকে পেছনে ফেলে আত্মপ্রত্যয়ী যুবসমাজই গড়ে তুলবে এক নতুন পৃথিবী। তাদের হাতেই জন্ম নেবে নবসৃষ্টি। তাই প্রাণময় তরুণদেরই সামনে এগিয়ে যেতে হবে বিপ্লবী বেশে।

৮৫

তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, “যেতে নাহি দিব’
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব–
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার, যেতে দিব না রে ॥”
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন, “যেতে নাহি দিব” হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

সারমর্ম: পার্থিব সংসারে মানুষ প্রিয়জনকে চিরকাল স্নেহের বাঁধনে বেঁধে রাখতে চায়। কিন্তু মহাকালের অমোঘ নিয়মে পালাক্রমে সবাইকে চিরতরে চলে যেতে হয়– এটাই প্রকৃতির চিরায়ত নিয়ম।

৮৬

সিন্ধতীরে খেলে শিশু বালি নিয়ে খেলা
রচি গৃহ, হাসি মুখে ফিরে সন্ধ্যাবেলা
জননীর অঙ্কো পরে! প্রাতে ফিরে আসি
হেসে তার গৃহখানি কোথা গেছে ভাসি।
আবার গড়িতে বসে– সেই তার খেলা,
ভাঙা আর গড়া নিয়ে কাটে তার বেলা।
এ যে, খেলা– এর আছে হায়, কিছু মানে?
যে জন খেলায় খেলা– সেই তাহা জানে।

সারমর্ম: সংসার সাগরের বেলাভূমিতে বাঁধা ঘর শিশুর খেলাঘরের মতোই বারবার ভাঙে আর গড়ে। প্রকৃতির এ ভাঙা-গড়া, ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা অনবরত চলছে। এর রহস্য একমাত্র স্রষ্টাই জানেন।

৮৭

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
গিরি-সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ
পশ্চাৎ-পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কান্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার!

সারমর্ম: জাতীয় জীবনে অগ্রগতির পথে বিস্তর বাধা। বিপৎসংকুল পথে সকল বাধা অতিক্রম করে সফলতার পথে এগিয়ে যেতে একজন সৎ ও যোগ্য নেতার প্রয়োজন। সে নেতার নেতৃত্বের ফলে জাতি নবজীবন লাভ করবে।

৮৮

নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি-কালোজল-নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে–
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

সারমর্ম: নদীর তীর, মাঠ-ঘাট, ফল ও ফুলের বাগান দিয়ে সাজানো গ্রামবাংলার চিরন্তন রূপ। জন্মভূমি বাংলার চিরচেনা এই প্রকৃতি সবার মনকে বিমোহিত করে।

৮৯

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে

ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছে ডরে।
সংসারে বিদায় নিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে।
ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম মুহূর্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে
তোমার ইচ্ছার পূর্বে। মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব নিশ্চয়।

সারমর্ম: পৃথিবী সুন্দর; কাজেই তাকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে মানবমাত্রেরই হৃদয়ে সুগভীর বেদনা জাগে। যে জীবন-সংসারকে অতি আপন বলে ভালোবেসেছিল এবং মৃত্যুকে বিভীষিকার বস্তু বলে ভেবেছিল প্রকৃতপক্ষে তা ভ্রান্তিমাত্র। জীবন ও মৃত্যু উভয় অবস্থাকেই অনিবার্য মানতে হবে।

৯০

যত চাও তত লও তরণী-পরে।
আর আছে– আর নাই, দিয়েছি ভরে ॥
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়েছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে–
এখন আমারে লহো করুণা করে ॥
ঠাই নাই, ঠাঁই নাই– ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ গগন ঘিরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে,
রহিনু পড়ি–
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী। *[সোনার তরী]*

সারমর্ম: মানুষের সৃষ্টিকর্ম কালের সোনার তরাতে স্থান পেলেও তার নিজের স্থান সেখানে নেই। মানুষকে নির্দিষ্ট জীবনকালের মাঝে হারিয়ে যেতে হয়। তাই এক অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্যে।

৯১

মোছ আখি; মনে কর, এ-বিশ্বসংসারে
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাজ্ঞাণ।
রাবণের চিতা সম যদিও তোমার
জ্বলিছে, জ্বলুক প্রাণ, কেন এ ক্রন্দন?
অপরের দুঃখজ্বালা হবে গো মিটাতে,
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সর্বস্ব, অশ্রু মুছাইতে
বাসনার সুর ভাঙি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায়, হায়, জনমিয়া যদি না ফুটালে

একটি কুসুমকলি নয়ন কিরণে,
একটি জীবনব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক ভরা প্রেম ঢেলে বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন-সাধনা,–
জনম বিশ্বের তরে, পরার্থে কামনা।

সারমর্ম: পৃথিবীতে শুধু নিজের সুখ-শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকা মানুষের প্রকৃত কাজ নয়। পরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। তাই পরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব।

৯২

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে-দেশে কত-না নগর রাজধানী–
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধ মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে–
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে ॥

সারমর্ম: বিশাল পৃথিবীতে একজন মানুষের কর্মকান্ড ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ। জীবনের অল্প সময়ে সারা বিশ্ব কর্মকান্ডের সঙ্গে একাত্ম হওয়া দুঃসাধ্য। মানুষের এ সীমাবদ্ধতা দরে করতে পারে বই। বইয়ের মাধ্যমে অল্প সময়ে মানুষ অধিক সমৃদ্ধ হতে পারে।

৯৩

লক্ষ লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত
ঘৃণ্য যম-দূত-সেনা এড়িয়ে সীমান্ত পারে ছোটে,
পথে পথে অনশনে অন্তিম যন্ত্রণা রোগে ত্রাসে
সহস্রের অবসান, হন্তারক বারুদে বন্দুকে
মূর্ছিত মৃতের দেহ বিদ্ধ করে, হত্যা-ব্যবসায়ী
বাংলাদেশ ধ্বংস কাব্যে জানে না পৌছল জাহান্নামে
এ জন্মেই;
বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে ॥ *[ঢা. বো. '০৫; ব. বো. '০৮]*

সারমর্ম: মুক্তিযুদ্ধকালে লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্‌বাস্তু জীবন, মৃত্যুর আর্তনাদ, নির্যাতনের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বাঙালিকে দমাতে বা তার সত্তাকে বিভক্ত করতে পারেনি শত্রুসেনারা। ধ্বংস, মৃত্যু, রক্ত, অশ্রুর মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অনন্ত অক্ষয়মূর্তি।

৯৪

যাক বান ডেকে যাক বাইরে এবং ঘরে;
আর নাচুক আকাশ শূন্য মাথার পরে,
আসুক জোরে হাওয়া,
এই আকাশ মাটি উঠুক কেঁপে কেঁপে

শুধু ঝড় বয়ে যাক মরা জীবন ছেপে,
বিজলি দিয়ে ছাওয়া।
আয় ভাই-বোনেরা ভয়-ভাবনাহীন
সেই বিজলি দিয়ে গড়ি নতুন দিন।
আয় অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার খুলে
বুনো হাওয়ার মতো আয়রে দুলে দুলে
গেয়ে নতুন গান।
যত আবর্জনা উড়িয়ে দেরে দূরে,
আজ মরা গাঙের প্রান্তে নতুন সুরে
ছড়িয়ে দে রে প্রাণ।

সারমর্ম: সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করেই সুন্দর আগামীর গান গাইতে হবে। পেছনে ফেলতে হবে যত অতীত গ্লানি। নতুন সৃষ্টির প্রেরণা অন্তরে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

৯৫

আমার একুল ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।
যে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনমভর,–
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে, আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল-মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে করে তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কী যে আমি, সাজাই নিরন্তর–
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

[য. বো. '০৪; ব. বো. '০৬; কু. বো. '১০]

সারমর্ম: মানবজীবনের প্রকৃত মহিমা নিঃস্বার্থ পরোপকারের মধ্যে নিহিত। তাঁরাই মহৎ মানুষ যাঁরা অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও অনিষ্টকারীর উপকার করেন। প্রকৃত পরোপকারীরা শত্রু-মিত্র, আপন-পর, বিবেচনা করেন না।

৯৬

যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগ!
খেয়াল-খুশিতে কাটি অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুন চঞ্চলমতি,
জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধ-নীর।
নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে।
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে

SINCE 1995 NABARUN PUBLICATION

করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।

সারমর্ম: তারুণ্যের সেই শক্তি যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত জয় করে, সাগরকে ভরাট করে নগর গড়ে, মেরুর বুকে অভিযান চালায়, আকাশ জয়ে ছুটে যায় গ্রহ–গ্রহান্তরে।

৯৭

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মসজিদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছে কত দূর।
জোড় হাত দাদু মোনাজাত কর, আয় খোদা! রহমান।"
ভেস্ত নাসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ।

সারমর্ম: জীবনের লেনদেন চুকিয়ে ন্যুব্জ বার্ধক্য অস্তগামী সূর্যের ন্যায় বনান্তরালের আবির সন্ধ্যার মতো লুটিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আজানের সকরুণ সুরের সঙ্গে জীবনাবসানের ভাবনা এসে ভিড় করে। পার্থিব জীবন থেকে যারা বিদায় নিয়েছে, তাদের বিদ্রোহী আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়।

৯৮

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখ-দুঃখভার।
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী।
সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,
পারিস নে কত বার,– কই অন্ন কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ,–
জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা-কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,
সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক,
সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক?

সারমর্ম: পৃথিবীর সন্তান হিসেবে মানুষের পৃথিবীর প্রতি রয়েছে তার হৃদয়ের টান এবং গভীর প্রেম। কিন্তু মাতৃসম এ পৃথিবী সবসময় সবার মুখে অন্ন জোগাতে পারে না। তবু সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় বিজড়িত পৃথিবীমাতার মায়া ছেড়ে কেউ চলে যেতে চায় না।

৯৯

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারা মুসাফির দলবাসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী।
মোদের খেলায় ধুলায় লুটায়ে পড়ি
কেটেছে তাদের দর্ভাগ্যে বিশ্বাদ শর্বরী
সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারি

ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন ধ্বনি আওয়াজ শুনেছি তার।

সারমর্ম: পরাধীন জাতি হিসেবে মুসলিম জাতি আগুয়ান হতে চেয়েছে অথচ জাতীয় নেতাদের গাফিলতি এবং ভুলের কারণে দুরবস্থায় পতিত হয়েছে। জাতীয় জীবনে বিশৃঙ্খলার কারণে জনসাধারণের মাঝে ঘরে ঘরে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

১০০

সকাল বিকাল ইসটেশনে আসি,
চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে, কেউ বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ বা থাকে বসে,
কেউবা গাড়ি ফেল করে তাঁর শেষ মিনিটের দোষে।
দিনরাত গড়্ গড়্ ঘড় ঘড় ॥
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়।
ঘনঘন গতি তার ঘুরবে
কভু পশ্চিমে কভু পূর্বে।

সারমর্ম: আসা আর যাওয়া– জীবনের চলমানতার প্রতীক রেল স্টেশন। কিন্তু যাতায়াতের গতিময়তার জীবন যেখানে সজীব চঞ্চল সেখানে স্টেশনের প্ল্যাটফরম যেন কর্মকোলাহল মুখর, ব্যস্ততাময়, গতি আন্দোলিত জীবনেরই চলচ্ছবি।

১০১

কী সহজে হয়ে গেল বলা
কাঁপলো না গলা
এতটুকু, বুক চিরে বেরুলো দীর্ঘশ্বাস, চোখ ছল ছল
করলো না এবং নিজের কণ্ঠস্বর শুনে
নিজেই চমকে উঠি, কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল।

সারমর্ম: বহমান কালের স্রোতে আপনজন হারানোর বেদনাও মানুষের মন থেকে হারিয়ে যায়। তখন নিস্পৃহ শীতলকণ্ঠে সে প্রিয়জন হারানোর ঘটনা বর্ণনা করলেও সংবেদনশীল মন থেকে তা মুছে ফেলা যায় না।

১০২

সত্যি নাকি
ওদেশের ঘরে ঘরে থাকে এটা?
তাহলে বলুনতো এমন নিখুঁত ভাবে সেটা
এদেশে আপনি ছাড়া কে আর দেখালো?
অনেকেই?
হবেও বা, সে সব কি জানি?
আপনার অধীনস্থ জনৈক কেরানি–
এওতো আমার পক্ষে জানা
সম্ভব হতো না স্যার। *[ধন্যবাদ]*

সারমর্ম: পাশ্চাত্য দেশের ঘরে ঘরে কুকুরছানার জন্মদিন পালিত হয়ে থাকে। তার অনুকরণে আমাদের দেশের বিত্তবান কর্তাব্যক্তিরাও নিখুঁতভাবে তা করে থাকে। নিমন্ত্রণ না পেলে সামান্য কেরানির পক্ষে তা জানা সম্ভব হতো না।

১০৩

ওই যে লাউয়ের জাংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে,

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

কৃষকবালা আসছে ফিরে পুকুর হতে কলসি পুরে।
ওই কুঁড়েঘর উহার মাঝেই যে চিরসুখ বিরাজ করে,
নাইরে সে সুখ অট্টালিকায়, নাইরে সে সুখ রাজার ঘরে।
কত গভীর তৃপ্তি যে লুকিয়ে আছে পল্লি-প্রাণে,
জানুক কেহ নাইবা জানুক সে কথা মোর মনই জানে।
মায়ের গোপন বৃত্তি যা তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মতো তাই ওরা ছুটে নাকো মোহের পিছু।

সারমর্ম: ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা পরিবেশে ছোট্ট কুঁড়েঘরে পল্লির মানুষ যে পরম সুখ অনুভব করে তা প্রাচুর্যময় প্রাসাদে পাওয়া যায় না। দেশ-মাতৃকার প্রকৃত সুখ-সম্পদ পল্লিতেই বিরাজমান। এসব ছেড়ে পল্লির মানুষ মিথ্যা মোহের পেছনে ছোটে না।

১০৪

জাতিতে জাতিতে ধর্মে নিশিদিন হিংসা ও বিদ্বেষ
মানুষে করিছে ক্ষুদ্র, বিষাইছে বিশ্বের আকাশ,
মানবতা মহাধর্ম রোধ করি করিছে উল্লাস
বর্বরের হিংস্র নীতি, ঘৃণা দেয় বিকৃত নির্দেশ।
জাতি-ধর্ম-দেশ উর্ধ্বে ঘৃণা পাচ্ছ যেই দেশ,
সেথায় সকলে এক, সেথায় মুক্ত সত্যের প্রকাশ,
মানব সভ্যতা সেই মুক্ত সত্য লভুক বিকাশ,
মহৎ সে মুক্তি-সংজ্ঞা মঙ্গল সে নির্বার অশেষ।
জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্র ন্যায় সকলি যে মানুষের তরে
মানুষ সবার উর্ধ্বে– নহে কিছু তাহার অধিক।

সারমর্ম: এ পৃথিবীতে নানান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে মানবতা আজ বিপন্ন। এ অবস্থায় মানবতাকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে এবং মানবধর্মের জয়গান গাইতে হবে। কেননা মানুষই শ্রেষ্ঠ, মানবধর্ম সুমহান।

১০৫

"হোক তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম, "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?
কহিল যে কাছে সরি আসি–
"কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্প শূন্য দিগন্তের পথে
রিক্তহস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে। *[তাহারেই পড়ে মনে]*

সারমর্ম: প্রকৃতি ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে মুখরিত হলেও তার প্রতি কবির বিমুখতা এবং তার মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ন ছবি। বিষণ্নতাই তখন হয়ে ওঠে জীবনের একমাত্র সঙ্গী।

১০৬

ওরা কারা বুনো দল ঢোকে
এরই মধ্যে (থামাও, থামাও) স্বর্ণশ্যাম বুক ছিঁড়ে
অস্ত্র হাতে নামে সান্ত্রী কাপুরুষ, অধম রাষ্ট্রের
রক্ত পতাকা তোলে, কোটি মানুষের সমবায়ী
সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে, মরুপশু

মারীর অন্ধতা ঝড়ে হানে অসহায় নরনারী
অলভ্য জয়ের লোভে, জ্বালায় শহর গ্রামে গ্রামে
প্রাচীন সংহতি ভেঙ্গে ভগ্নস্তূপে দূরের উল্লুক
বাঁধে কেল্লা, (পারবে না, পারবে না), পরাশ্রয়ী পরজীবী।

সারমর্ম: পাকিস্তানি সেনারা ভীরু বলে নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে সর্বাধুনিক অস্ত্র নিয়ে নির্মম হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা ঐক্যবন্ধ হয়ে ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার মান রক্ষা করে। অলভ্য জয়ের লোভে তারা দখলদারি বজায় রাখতে হত্যাযজ্ঞের অন্যায় পথ বেছে নিয়েছিল। সারা বিশ্বে মানুষ সংহতি প্রকাশ করে স্বাধীনতার ন্যায্য দাবির সঙ্গে।

১০৭

সত্যি স্যার কুকুরের ছানা
তার জন্মদিনে এত খরচের হাত–
দু'হাজার? তা হবে না?
ও ব্যাটার বাদশাহি বরাত।
হাসবো না?
সে কি স্যার এমন খুশির দিন আর
আমাদের এ জীবনে বলুনতো আসে কত বার?
চোখে পানি?
না না স্যার ও কিছু না। *[ধন্যবাদ]*

সারমর্ম: সামান্য কেরানি বলে কুকুরছানার জন্মদিনে জমকালো অনুষ্ঠান ও বিপুল আপ্যায়নে সে বিস্মিত হয়। ভদ্রতার স্বার্থে নির্মম সত্যকে লুকাবার চেষ্টা করতে হয় তাকে। আর বুকফাটা কান্না সামলাতে কোনোমতে ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নেয় সে।

১০৮

হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি– নয়ন কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে, বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা,
জনম বিশ্বের তরে– পরার্থে কামনা।

সারমর্ম: পৃথিবীতে জন্ম কেবল ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধি বা ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নয়, পরার্থে অপরের কল্যাণকর কাজে লিপ্ত হওয়াও মানুষমাত্রেরই কর্তব্য। মানুষ যদি অন্যের উপকার করতে না পারে, তাহলে তার জন্ম বৃথা।

১০৯

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপখানি পূর্ণ মণিজালে। *[বঙ্গভাষা]*

সারমর্ম: মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার মূলে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বপ্নাদেশ কল্পনা করা হয়েছে। মাতৃভাষার সাহিত্যভান্ডার যেন খনির মতো অনন্ত রত্নরাজির আকর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করে ভিখারির মতো পরভাষা চর্চা করা ব্যর্থতার নামান্তর। তাই মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা একান্ত কাম্য।

১১০

কবি, তবে উঠে এসো– যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি ॥

সারমর্ম: আমাদের প্রত্যেককেই নিজ অবস্থান থেকে দুঃখ, দরিদ্র্য, অন্ধকারকে জয় করার চেষ্টা করতে হবে। সুন্দর পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন সাহসী পদক্ষেপ আর আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয় অসাধ্যকে সাধন করতে পারে।

১১১

জীবনে যত পূজা হলো না সারা
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।
জীবনে আজো যারা রয়েছে পিছে
জানি হে, জানি তাও হয়নি মিছে
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।

সারমর্ম: এ বিশ্বের বিপুল কর্মযজ্ঞে কোনো সাধনা বা কর্মপ্রচেষ্টাই মূল্যহীন নয়। দৈনন্দিন জীবনের অসম্পূর্ণ ও অসফল কর্মপ্রয়াসকে গুরুত্ব দিয়ে আগামী দিনের কর্মপ্রচেষ্টায় বর্তমানের অসমাপ্ত কর্মধারার পূর্ণতা দান করতে পারলে জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

১১২

"হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?"
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি–
"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?
বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?"

সারমর্ম: শোকাচ্ছন্ন, বেদনা-ভারাতুর উদাসীন মানবকে প্রকৃত কোনো সৌন্দর্যই স্পর্শ করতে পারে না। বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুল দখিনা বাতাসকে সুগন্ধে ভরে তুললেও উন্মনা কবি এসব কিছুই লক্ষ করেননি।

১১৩

একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে,

SINCE 1999 NABARUN PUBLICATION

দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি সেথা একজন পদ নাহি তার,
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন,
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ। *[কু. বো. '০৭; ঢা. বো., রা. বো. '১১]*

সারমর্ম: পরের অভাব বা দুঃখের কথা চিন্ত করলে নিজের কস্ট লাঘব হয়। সীমাহীন চাহিদা মানুষের মনে অসন্তোষের জন্ম দেয়। তাই অন্যের কথা চিন্তা করে আপন অবস্থাতেই সকলের তুস্ট থাকা উচিত।

১১৪

হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন–
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন! *[বঙ্গভাষা]*

সারমর্ম: বাংলা ভাষার সাহিত্যভান্ডার অনন্ত রত্নরাজির আকর। কিন্তু নির্বোধ ব্যক্তি একে অবজ্ঞা করে পরভাষা চর্চা করে পরের সম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান। মাতৃভাষার পদ্মকানন ছেড়ে শৈবালে সাধনা করা ব্যর্থতার শামিল। তাই সাফল্য অর্জনে মাতৃভাষা অতুলনীয়।

১১৫

অহংকার মদে কভু নহে অভিমানী।
সর্বদা রসনারাজ্যে বাস করে বাণী ॥
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে।
পর্বত সলিল হয় রসনার রসে ॥
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে।
অঙ্গীকার অস্বীকার নাহি কোনো ক্রমে ॥
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?

সারমর্ম: 'অহংকার'-ই মানুষের পতনের মূল। মার্জিত বা ভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা যায়। কিন্তু খারাপ আচরণ করলে কোনো মানুষ তার বন্ধ হয় না বরং ক্ষতিসাধন করে। অতএব ভদ্র ব্যবহার ও সু-আচরণ করা দরকার।

১১৬

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভীড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার,
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি

নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি,
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক মন্বন্তর, ঘনঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখে কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটাতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

সারমর্ম: গ্রামনির্ভর এ দেশে গ্রামের মানুষগুলো রোগে-শোকে, অন্ধকারে নিমজ্জিত। এখানে এখন এমন একজন দরদি মানুষ দরকার যিনি পারবেন অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া প্রায় মানুষগুলোকে আলোর পথ দেখাতে।

১১৭

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
জানিনে তোর ধন-রতন, আছে কিনা রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে। *[চ. বো. '০০; কু. বো. '০২]*

সারমর্ম: জন্মভূমিকে ভালোবাসার মাধ্যমেই মানুষের জীবন সার্থক হয়। মাতৃভূমির ধন-সম্পদের হিসাব না করে এর আলো, তরুলতার ছায়া, ফুলের গন্ধ এবং চাঁদের হাসি হৃদয় ও মনে শান্তির প্রলেপ এঁকে দেয়। এ চোখজুড়ানো আলোর মাঝেই প্রতিটি মানুষ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে চায়।

১১৮

বন্ধ, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা। *[রা. বো. '১৭]*

সারমর্ম: মানুষের হৃদয়ই শ্রেষ্ঠ উপাসনালয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে প্রদীপ্ত যে হৃদয় তা উপাসনালয়ের চেয়েও বড়ো। নির্মল হৃদয়ের অধিকারীরাই সৃষ্টিকর্তাকে কাছে পেয়ে থাকেন।

SINCE - 1993 NABARUN PUBLICATION